অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত

সমরেশ বসুর

এপার ওপার

"নৃপেন্দ্র-অমিয়া" রায়চৌধুরী স্মরণে

গুরু মহারাজ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী আশীর্বাদ ধন্য

এআরসি প্রোডাকসন্সের চতুর্থ নিবেদন

সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে

এপার ওপার

প্রযোজনা : অরুণ রায়চৌধুরী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা

সুধীন দাশগুপ্ত

গীত রচনা : সুধীন দাশগুপ্ত ও বরুণ বিশ্বাস ।। চিত্রগ্রহণ : সুখেন্দু দাশগুপ্ত (পিণ্টু) ।। আলোকচিত্র পরিচালনা : রামানন্দ সেনগুপ্ত ।। সঙ্গীত গ্রহণ শব্দপুনঃর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ।। প্রধান কর্ম সচিব : শম্ভু মুখোপাধ্যায় ।। প্রধান সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য ।। সম্পাদনা : বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত ও সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ।। সঙ্গীত গ্রহণ : বনশালী (ফেমাস স্টুডিও) শিল্প নির্দেশনা : সুবোধ দাস ।। ব্যবস্থাপনা : কালিদাস রায়, জয়ন্ত দাস, অশোক রায়চৌধুরী সংগঠনে : দেবকুমার রায়চৌধুরী, তৃপ্তি রায়চৌধুরী, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী, বরুণ সেন ।। স্থিরচিত্র : স্টুডিও বলাকা ।। রূপসজ্জা : মনতোষ রায় ।। পরিচয় লিখন : দিগেন স্টুডিও ।। প্রচার : ধীরেন মল্লিক

সহকারীবৃন্দ

প্রধান সহকারী পরিচালক : পঙ্কজ ঘোষ ।। পরিচালনা : প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, বাবু চট্টোপাধ্যায় চিত্রগ্রহণ : বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। শব্দগ্রহণ : বাবাজী ।। সঙ্গীত গ্রহণ : পরিমল দাশগুপ্ত ও অলোক দে ।। শিল্প নির্দেশনা : গুপী সেন ।। দৃশ্য সজ্জা : নিউ কর্ণওয়ালিস এক্সচেঞ্জ ।। রসায়নাগারে : জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল দাস, কালীপদ বোস ও স্বপন নন্দী ।। আলোক সম্পাতে প্রভাস ভট্টাচার্য্য, সুভাষ ঘোষ, সুনীল শর্মা, রমা দাস, ভবরঞ্জন দাস, তারাপদ মান্না, কালী কাঁহার, হংসরাজ ও তুলসী ভট্টাচার্য ।। সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনঃর্যোজনা : বলরাম বারুই ও প্রভাত বর্মণ ।। কর্ম সচিব : সুবোধ দে ও শান্তি দাস ।। রূপসজ্জা : পাঁচু দাস ।। সাজসজ্জা : নিমাই দাস ।। দৃশ্যপট : চিরজীব শর্মা, রেণু বিশোয়াল, রাজারাম, রামেশ্বর, দ্বিজবর রাউত, হারেন দাস, সরজু মোহান্ত, কেনা, দিবাকর, ও হরিপদ।

কণ্ঠসংগীতে : আশা ভোঁসলে - মান্না দে - বনশ্রী সেনগুপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইণ্ডিয়া ক্লাব (ভবানীপুর), মিঃ কে মজুমদার (ডি. সি. সাউথ ক্যালকাটা পুলিশ), দুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ওয়ালটিয়ার), ডি. সি. হেডকোয়ার্টার (লালবাজার), মিঃ এম এম মহেন্দ্র রেড্ডী (ডি. আই. জি. - ওয়ালটিয়ার), বিমান চ্যাটার্জী (ওয়ার্কস ম্যানেজার - সুর এনামেল), গোবিন্দলাল বসু (সম্পাদক - রামকৃষ্ণ নাট্য সমাজ : মধ্যমগ্রাম), মণ্টু দে (বৌবাজার, কলিকাতা), দেবু ভট্টাচার্য (ওয়ালটিয়ার), টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও (আনন্দ চক্রবর্তী), সত্যেন্দ্র (ক্যালকাটা মোটর ট্রেনিং স্কুল), শ্রীধর প্রেস ভবানীপুর)

চরিত্র চিত্রণে

সৌমিত্র - অপর্ণা

দিলীপ রায় - দিলীপ মুখার্জী - দিলীপ বসু - নির্মল ঘোষ - তরুণকুমার - অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় অশোক মিত্র - কালিদাস গাঙ্গুলী - শিবানী বসু - পদ্মা দেবী - গীতা প্রধান - সীমা দাস (অতিথি) শমিতা বিশ্বাস (অতিথি) - গীতা মিত্র - কাকলী সরকার - মাঃ প্রিন্স - বাসদেও - সাগর - প্রদীপ সুখেন্দু - শ্রীকুমার - শিবু - প্রভাত - অমল - রবীন ও আরো অনেকে।

নৃত্যে : মিস্ শেফালী

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও, ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ও স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত এবং ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত ।।

বিশ্ব পরিবেশনা : এন্-এ. ফিল্মস্, কলিকাতা-৭০০০১৩

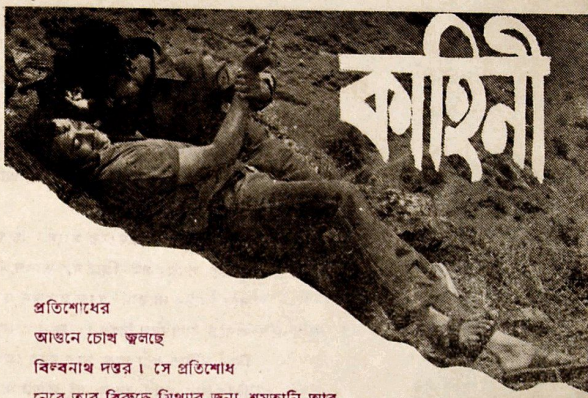

কাহিনী

প্রতিশোধের আগুনে চোখ জ্বলছে বিল্বনাথ দত্তর। সে প্রতিশোধ নেবে তার বিরুদ্ধে মিথ্যার জন্য, শয়তানি আর ষড়যন্ত্রের জন্য। তা না হোলে তার মরেও শান্তি নেই। এমনি সময়ে তার জেলে আলাপ হোলো এক দাগী আসামী সাইমনের সংগে। সাইমনের সাহায্যে বিল্ব জেল থেকে পালিয়ে সাইমনের গোপন আস্তানায় উঠল। বিল্বর কাছে অবাক লাগে সাইমন কেন জেল থেকে পালিয়ে এল। সাইমনের কাছে জানতে পারে সে এক শিক্ষিতা সুন্দরী স্কুল শিক্ষিকা লিলিকে ভালবাসে — ছেলেবেলার পরিচয় সূত্রে। লিলি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সাইমন কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। সে জানতে এসেছে এখনো লিলি তাকে ভালবাসে কিনা? যদি লিলি তার কাছে না আসে তবে সাইমন লিলিকে বাঁচতে দেবে না? সাইমনের এই কথা বিল্বর কাছে অদ্ভুতই শোনায়। গায়ের জোরে ভালবাসা লাভ করা যায় না — সে কথা সে সাইমনকে বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু বৃথাই। সাইমন বলে তারা দুজন বন্ধু। কেউ কারো পথে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়াই। সাইমন বেরিয়ে যাবার পর আচমকা দরজা খুলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে প্রাণ ভয়ে ভীতা তরুণী। সেই তরুণীই লিলি! লিলি নিরুপায় হয়ে বিল্বর কাছে করুণ প্রার্থনা জানায় তাকে সাইমনের হাত থেক বাঁচানোর জন্য। বিল্ব লিলিকে

বাঁচাবার মন স্থির করে ফেলে। লিলি তার প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদানে বিল্বকে জোর করে তার বান্ধবীর বাড়িতে নিয়ে উপস্থিত হয়।

এখানেই ধর্মপ্রাণা লিলি ক্রমশঃ বিল্বর সান্নিধ্যে আসে, এবং বিল্বর যন্ত্রণার কথা বুঝতে পারে। তাকে সৎপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিল্বর সেই একই চিন্তা প্রতিশোধ।

বিল্ব ওরফে বিল্বনাথ দত্ত। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অভাবের তাগে ভেঙেপড়া অসুস্থ পিতা - কোন ক্রমে মা সংসার চালান। বিল্ব দাদার অফিসে ড্রাইভারের চাকরি নেয়। কপাল মন্দ। ছাঁটাইয়ের বলি হয় সে।

যোগাযোগ হয় জিতেনের সংগে। জিতেনের সাহায্যে তাদের দলে ড্রাইভারের চাকরি নেয় সে। ক্রমে বিল্ব বুঝতে পারে এই জিতেন, ভবেশ, চিত্ত এরা অন্ধকার জগতের অংশীদার। বিল্ব এদের সংগে জড়িয়ে পড়ে পেটের দায়ে। তারা চারজন ডাকাতিতে অংশ নেয়। সেইখানে ডাকাতির সময়ে চিত্তকে খুন করতে বাধা দেয় বিল্ব। ক্রুর ও লোভী চিত্ত পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিল্বকে গুলি করে পালিয়ে যায়। বিল্ব পুলিশে ধরা পড়ে, সাত বছর জেল হয়।

লিলি বার বার বিল্বকে এই প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু বিল্বর প্রতিজ্ঞা অটল।

প্রথমে ভবেশের বাড়ী যায় - জানতে পারে টাকা পয়সায় ভাগাভাগির বখরায় চিত্তর হাতে ভবেশ নিহত হয়েছে। সেখান থেকে যায় জিতেনের বাড়ী। খোঁজ পায় জিতেনের মায়ের কাছে যে জিতেন, মীনা ও চিত্ত একই সংগে উড়িষ্যার দিকে চলে গেছে। বিল্ব লিলি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে তাদের খোঁজে। পথে লিলি বিল্বকে বারবারই বলতে থাকে সব ভুলে নতুন জীবন শুরু করার জন্য। তারা উপস্থিত হয় এক নির্জন সমুদ্র কূলে। সেখানে দেখে ভীড়ের মধ্যে জিতেনের মৃতদেহ। বুঝতে পারে এটাও চিত্তর শিকার। রাতে জংগলের এক ভাঙা বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখানে হঠাৎ উন্মাদিনী মীনার উপস্থিতে বুঝতে পারে চিত্ত কাছেই আছে। ছুটে বেরিয়ে যায় চিত্তর সন্ধানে। দেখা পায় — শুরু হয় জীবন মরণ উভয়ের মধ্যে লড়াই। পরে ঘটনা পর্দায় দেখুন।

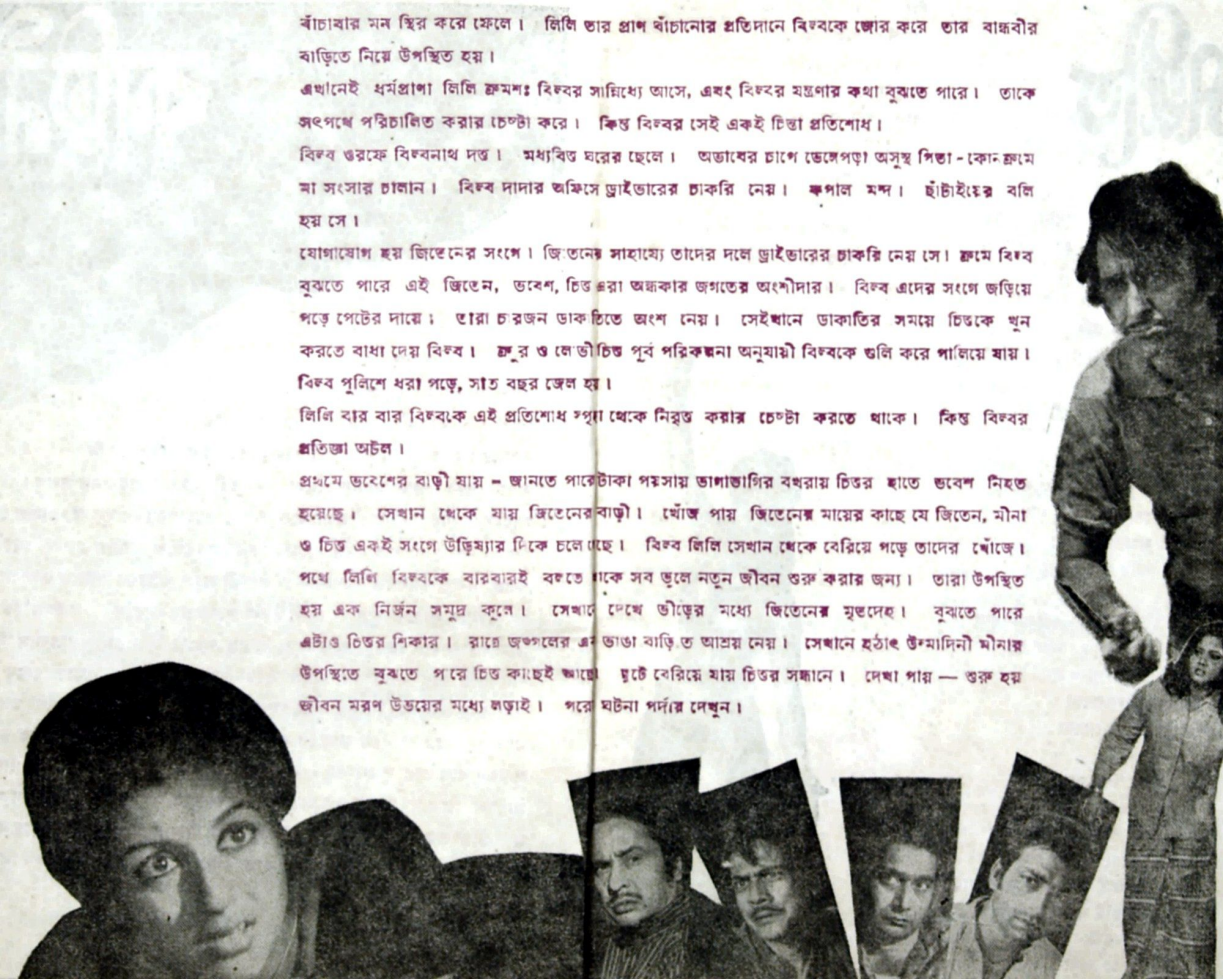

সঙ্গীত

(১)

কথা : সুধীন দাশগুপ্ত
শিল্পী : আশা ভোঁসলে

আমি অন্ধকারের যাত্রী
প্রভু আলোর দৃষ্টি দাও
আমার দুচোখে রাত্রি
তুমি ভোরের ফুল ফোটাও
তোমার অভয় বাণী
ঘুচাবে শংকা গ্লানী
জানি না পথের দিশা
তুমিই পথ দেখাও,
আমি যে দীন নগণ্য
তোমার কৃপায় ধন্য
মঙ্গলময় তুমি
শান্তি সুধা ঝরাও।

(২)

কথা : বরুণ বিশ্বাস
শিল্পী : মান্না দে

আহা...হা - হা - হা
রোরোরো রোরোরো
রোরো রোরো রোরো
হে—
তালে দিয়ে তাল
হৃদয়ে হরতাল
যতই বাজাও প্রেমের ঘরে
কাহারো বা ঝাপতাল ॥
চাকাই কা চাকাদুম, চাকাই কা চাকাদুম
চাকাই কা চাক্কম চা
ধিনা ধিন ধিন না
আরে এগিয়ে আয়না ... ব্যাস ॥

রিমিক ঝিমিক ঝিম ঝিম
একটু প্রেমের হিম
কেউ দিলে ছড়িয়ে
কিছুটা আশা নিয়ে
বলব হৃদয় জমা রেখে
সুদটা দিও কাল।

শিকল বাধাতো নয়
আমার সবুজ হৃদয়
কেউ ডেকে তো গেল
সাড়া দেব না ভুলে
আর তো প্রেমের সুরা খেয়ে
হবনা মাতাল.....

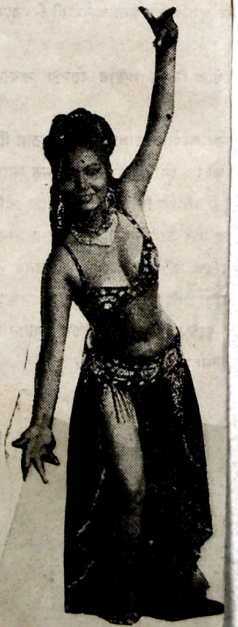

(৩)

কথা : সুধীন দাশগুপ্ত
শিল্পী : বনশ্রী সেনগুপ্তা

সুখে আর মনে যদি মিল খুঁজি
সেই তুমি এলে আজ তাই বুঝি
দূর থেকে না দেখে
এই চোখে চোখ রেখে
সব কথা বলে দাও সোজাসুজি।

যদি এসে নাও ডেকে
চলে যাব সব রেখে
আমি শুধু চেয়ে নেবো
ভালবাসা মন থেকে
হবেনা আর ভুল বোঝাবুঝি ॥

পারো যদি এসো তবে
জীবনেরই উৎসবে
জ্বেলে দিয়ে সব আলো
নিজেকে যে দিতে হবে
কোরো না আর সেই খোঁজাখুজি ॥

(৪)

কথা : সুধীন দাশগুপ্ত
শিল্পী : আশা ভোঁসলে

আয় চলে আয়
ঝড়ের পাখী
আমি যে তোর সংগী হবার
স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি।

আকাশ যদি যায় হারিয়ে
মেঘের দিকে হাত বাড়িয়ে
মরণ খেলায় খেলবো জীবন
দিসনা যদি দেখাটি

আঁধার আলোর সংঘাতে এ হৃদয় গড়া
মরণ ঝড়ের আঘাতে মন তৈরী করা

সূর্য্য যদি দেয় জ্বালিয়ে
আগুণ রংয়ের রং লাগিয়ে
জ্বলে জ্বলে আসব তখন
সেই আমি কালবৈশাখী ॥

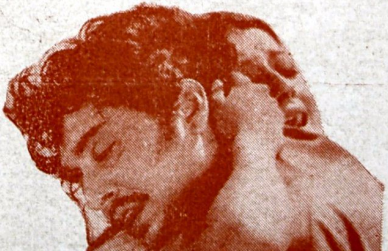

• পরবর্তী আকর্ষণ •

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত

পঞ্চম নিবেদন

তপন সিংহের ছবি

রাজা

প্রফুল্ল রায়ের 'আলোয় ফেরা' কাহিনী অবলম্বনে

অনিল চ্যাটার্জী • সমিত ভঞ্জ • রুদ্রপ্রসাদ • নির্মল কুমার

আরতি ভট্টাচার্য্য • শিউলী মুখার্জী • সংযুক্তা রায়চৌধুরী

নাম ভূমিকায় ?

ষষ্ঠ নিবেদন

ছোটদের ছবি

লাটু

নাম ভূমিকায় * মাঃ প্রিন্স

সুর • হিমাংশু বিশ্বাস • চিত্রগ্রহণ • শক্তি ব্যানার্জী

বিশ্ব পরিবেশনা - এন্-এ ফিল্মস

মুদ্রণে ঃ প্রিণ্টওরিয়েণ্ট এণ্ড কোং, ৩২/১৩বি বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬